সংগ্রহ বিভাগ
[ ] অতিঃ পরিঃ
[ ] উপ-পরিঃ (ঢাকা)
[ ] উপ পরিঃ (আইপি)
পরিচালক
তাং- ১৩/০৫/১৭

সংগ্রহ বিভাগ
নোট নম্বর নং ৫৯৮
তারিখ ২৫/৫/১৭

মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

পরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৪৫৬
১১/৬/১৭

নং-১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০১২.২০১৭- ৬০

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
তারিখঃ----------
১১ জুন ২০১৭

বিষয়ঃ বোরো সংগ্রহ-২০১৭ এ অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহতব্য ধানের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক বিভাজন প্রসংগে।

সূত্রঃ খাদ্য অধিদপ্তরের পত্র সংখ্যা- ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০০৫.১৬-৮৮৯ তারিখঃ ২৪.০৪.২০১৭ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে গত ১৬.০৪.২০১৭ খ্রি. তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির একসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অভ্যন্তরীণভাবে বোরো সংগ্রহ-২০১৭ এর আওতায় ৭,০০,০০০ (সাত লক্ষ) মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু করার জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা-ওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা বিভাজন করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা বিভাজনে দেশে ধানের (চালের আকারে) সম্ভাব্য উৎপাদন পরিমাণকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। তবে, সিলেট বিভাগে সাম্প্রতিক পাহাড়ী ঢলে বোরো আবাদের ক্ষয়ক্ষতির কারণে সেখানে ধান সংগ্রহের সম্ভাবনা কমে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। অপরদিকে বরিশাল বিভাগে রাইস মিলের সংখ্যা কম বিধায় চাল সংগ্রহে তেমন চাপ থাকেনা। তাই ধান ক্রয় সেখানে সহজ ও সুবিধাজনক হতে পারে। বরিশাল বিভাগে ধানের সংগ্রহ বেশী হলে তার ফলিত চাল দিয়ে পিএফডিএস খাতে সাশ্রয়ীভাবে চালের স্থানীয় চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে। এ দু'টো বিষয় বিবেচনা করে সিলেট বিভাগের প্রাপ্য পরিমাণ থেকে ১৮,০০০ মেট্রিক টন ধান বরিশাল বিভাগের প্রাপ্য পরিমাণের সাথে যোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনায় ধান ক্রয়ের বিভাজন অনুযায়ী এখন শুধুমাত্র বরিশাল বিভাগে ধান ক্রয় চালু করা যেতে পারে এবং বিভাজন মতে সারাদেশের ধান ক্রয় আসন্ন ঈদ-উল-ফিতরের পর পরই চালু করা যেতে পারে। সরকার কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপভাবে অনুমোদিত হয়েছেঃ

(ক) ২০১৭ সালের বোরো মৌসুমে ৭,০০,০০০ (সাত লক্ষ) মেট্রিক টন ধান কৃষক পর্যায়ে সংগ্রহ করতে হবে;

(খ) ধানের সংগ্রহ মূল্য প্রতিকেজি ২৪.০০ (চব্বিশ) টাকা;

(গ) সংগ্রহের সময়সীমা আগামী ৩১ আগস্ট, ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতির সাথে যোগাযোগ করে যত দ্রুত সম্ভব জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির এবং উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা আহবান ও সংগ্রহ কাজ শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) কৃষকদেরকে গুদামে ধান বিক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্য সহজ সরল ভাষায় ধানের বিনির্দেশ, পরিমাণ, মূল্য ও প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র উল্লেখ করে গ্রাম পর্যায়ে মাইকিং, ঢোল সহরত ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা;

(চ) উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি উপজেলার ধান সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদন ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে ইউনিয়ন-ওয়ারি বিভাজন করবে; স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার দেয়া তালিকা হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করবে এবং তাদের নিকট হতে পণ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে পরিমাণ নির্ধারণ করে দিবে। উপজেলা কমিটি পরিমাণসহ নির্বাচিত উৎপাদক-কৃষকদের তালিকা সংশ্লিষ্ট সংগ্রহ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এ তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ক্রয় করা হবে। সংগ্রহ কেন্দ্রের কর্মকর্তা কৃষি

উপকরণ সহায়তা কার্ড/জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে তালিকাভূক্ত কৃষকদের সনাক্ত করবেন। তালিকা বহির্ভূত কোন ব্যক্তি, ব্যবসায়ী বা ফড়িয়ার নিকট হতে ধান ক্রয় করা যাবে না;

(ছ) উৎপাদক/কৃষকদের ধানের মূল্য ডব্লিউকিউএসসি দ্বারা সরাসরি সংশ্লিষ্ট কৃষকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করা;

(জ) ক্রয় কর্মকর্তার সংগ্রহ করা ধানের মান ও পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তাকে মুল্য পরিশোধের আদেশ দিতে হবে; সংগ্রহকৃত পণ্যের মানে কোন ত্রুটি পাওয়া গেলে ক্রয় কর্মকর্তার সাথে মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তাকেও দায়ী করা হবে;

(ঝ) ধানের খামাল নির্মাণ সমাপ্ত হলে কারিগরী খাদ্য পরিদর্শক কতৃক পরিদর্শন ও বিশ্লেষণের পর খালি জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে খামালের ধান মিলিং করার ব্যবস্থা নেয়া যাবে;

(ঞ) ধান মিলিং কার্যক্রমের আওতায় ৫০ কেজি ধারণক্ষম বস্তায় ফলিত চাল গ্রহণ করা এবং অতিরিক্ত বস্তা গুদামে ফেরত নেয়া যাবে;

(ট) জেলা/উপজেলার মধ্যে অবস্থিত অটোমেটিক রাইস মিলকে ধান ছাঁটাই এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। জেলায়/উপজেলায় অটোমেটিক মিল না থাকলে হাস্কিং মিল দ্বারা ধান মিলিং করা যাবে;

(ঠ) সংগ্রহ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৭(খ) এর নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সংগ্রহ করা পণ্যের মান যাচাই করে মান বিশ্লেষণ প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে দাখিল করতে হবে। এ প্রতিবেদনের তথ্য পরবর্তীতে যাচাই করে সঠিক পাওয়া না গেলে কমিটিকে এর জন্য দায়ী করা হবে;

(ড) উল্লেখিত নির্দেশাবলীর অনুসরণে কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিমাসের শেষ সপ্তাহে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। প্রতিবেদনে তার নজরে আসা অধিক্ষেত্রের সংগ্রহ সংক্রান্ত অনিয়ম ও গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ থাকতে হবে;

(ঢ) বোরো সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার পুরো ধান সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে;

(ণ) এ ছাড়াও অভ্যন্তরীণভাবে বোরো সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান অবস্থায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে; এবং

(ত) উপরে বর্ণিত নির্দেশাবলী অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১০ এর কোন অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক হলে এ নির্দেশাবলী বহাল থাকবে।

২। এমতাবস্থায়, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক খাদ্যশস্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ ১৭ (সতের) পাতা।

১১.৬.২০১৭

(ড. অনিমা রাণী নাথ)
যুগ্ম-সচিব (অভ্যঃ সংগ্রহ)
ফোনঃ ৯৫৪৬৫০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

স্মারক নম্বর ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.১৫০.১৭.১৪৮৫(১০) তারিখ ঃ ১৩/০৬/২০১৭ খ্রিঃ।

অনুলিপি ঃ-

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সদয় অবগতির জন্য।

২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল। উপর্যুক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধান সংগ্রহ করার লক্ষ্যে সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল। এতদসঙ্গে বরিশাল বিভাগের বিভাজন বিবরণী প্রেরণ করা হল।

৪-৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী/জনতা/অগ্রণী/কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রাজশাহী। তার অধীনস্থ সকল শাখাসমূহকে বিষয়টি অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে।

৯। অতিরিক্ত পরিচালক, এমআইএসএন্ডএম বিভাগ। আলোচ্য পত্রটি সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণদের দপ্তরে ফ্যাক্স করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১০। সিস্টেম এনালিস্ট, কলিউটার নেটওয়ার্ক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৩/৬/১৭

পরিচালক, সংগ্রহ

২০১৭ বোরো সংগ্রহ মৌসুমে বরিশাল বিভাগের উপজেলাওয়ারী ধানের লক্ষ্যমাত্রা

বরিশাল বিভাগ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা (মেঃটনে)
			ধান
১	২	৩	৪
১	বরিশাল	বরিশাল সদর	১৩৫৯
		বাবুগঞ্জ	৩৯৫
		উজিরপুর	৪০৫৪
		বাকেরগঞ্জ	৩১৩
		গৌরনদী	১৯১৩
		আগৈলঝাড়া	৩২৪৮
		মূলাদি	৫০৫
		হিজলা	৫৮৮
		মেহেন্দীগঞ্জ	১৪৩৬
		বানরী পাড়া	১৭১০
জেলার মোট =			১৫৫২১
২	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	১২৫৫
		রাজাপুর	১৭
		নলছিটি	১১৮৭
		কাঠ্যালিয়া	৬
জেলার মোট =			২৪৬৫
৩	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	৯৬০
		জিয়ানগর	১১
		কাউখালী	১১
		ভান্ডারিয়া	৫
		মঠবাড়ীয়া	৪০৬
		নেছারাবাদ	৮৯৯
		নাজিরপুর	৩৮৫১
জেলার মোট-			৬১৪৩
৪	ভোলা	ভোলা সদর	২০৬৯
		দৌলতখান	২৪০
		বোরহান উদ্দীন	১৭৮৬
		তজুমউদ্দীন	৫৫৯
		লালমোহন	২২১৫
		চরফ্যাশন	৫১৯৫
		মনপুরা	৬
জেলার মোট-			১২০৭০

	জেলার নাম	উপজেলার নাম	লক্ষ্যমাত্রা (মেঃটনে)
			ধান
১	২	৩	৪
৫	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	৭
		বাউফল	১৩২
		গলাচিপা	৫৩
		দশমিনা	৭৪
		কলাপাড়া	৫৭
		মির্জাগঞ্জ	৫
		দুমকী	৭
		রাঙ্গাবালী	৩৫
জেলার মোট =			৩৭০
৬	বরগুনা	বরগুনা সদর	৬৮
		বেতাগী	৩
		আমতলী	৩২
		তালতলী	১১
		বামনা	১
		পাথরঘাটা	৩
জেলার মোট =			১১৮
বিভাগের মোট =			৩৬৬৮৭